UAP-PRD
March 20, 2017

NEWAGE

Give microcredit beneficiaries scopes for higher income: CPD fellow

Staff Correspondent

CENTER for Policy Dialogue's distinguished fellow Mustafizur Rahman on Saturday said that microcredit had contributed in alleviating poverty, but its beneficiaries should be given scopes for generating higher income.

Speaking at an event arranged by Debate for Democracy in Dhaka, he also said that transparency and accountability on social expenditure should be established in the country.

He, however, added that microcredit recipients in some cases got trapped in a cycle of poverty when they had to take loan from another lender to pay back their instalments.

Debate for Democracy chairman Hasan Ahmed Chowdhury Kiron presided over the event, participated by Eastern University and University of Asia Pacific.

University of Asia Pacific won the debate.

Guests pose for a photograph with winners of a debate competition styled 'UCB Public Parliament 2017' organised by Debate for Democracy in Dhaka on Saturday. — New Age photo

http://epaper.newagebd.net/19-03-2017/4

The Financial Express

Allocate 4pc of GDP to safety net programmes

CPD Fellow tells mock parliament session

Fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Professor Mustafizur Rahman and Chairman of Debate for Democracy Hassan Ahamed Chowdhury Kiron hand over crest to a member of the winning team at a mock parliament session on 'Micro Credit and Social Safety Net Programmes', at the Bangladesh Film Development Corporation (BFDC) in the city on Saturday.

FE Report

Distinguished Fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Professor Mustafizur Rahman suggested on Saturday an allocation of four per cent of GDP to social safety net programmes instead of the existing 2.2 per cent to help poverty alleviation in the country.He said about 15 million people of the country are now living below extreme poverty and 30 million below the poverty line whereas budgetary allocations on social safety net programmes should be increased to help them come out of the vicious cycle of poverty.

Mustafizur Rahman also said though there are some problems of micro credit, it has been playing a significant role in poverty eradication in the country and Bangladesh's micro credit model is being followed in different countries of the world. Mr. Mustafizur Rahman made the observations at a mock parliament on 'Micro Credit and Social Safety Net Programmes," at the Bangladesh Film Development Corporation (BFDC). Debate for Democracy organised the programme where Eastern University participated as the ruling party and University of Asia Pacific as the Opposition. Chairman of Debate for Democracy Hassan Ahamed Chowdhury Kiron presided over the programme. It was also attended, among others, by Professor Abu Mohammad Royis, Dr. S M Morshed and Journalist Doulot Akter Mala.

Speaking on the occasion Mustafizur Rahman said micro credit contributed a lot to the poverty alleviation in the country though it has some problems in some arenas. "I think one of the problems of the micro credit is that sometimes to pay the loan of one organisation the borrowers again take loan from another organisation which keeps them in the vicious cycle of poverty," he added. Mustafizur Rahman said social safety net programmes should include right people.

Marking some of the irregularities of the social safety net programmes, he said a social safety net programme providing 30 kg rice per person to 5 million low income people left many who ought to have been brought under the programme. Mr. Rahman said social safety net programmes also should be inclusive otherwise discrimination will increase in the society.

Hassan Ahamed Chowdhury Kiron said though different NGOs are working in the country in different micro credit schemes, there are opposite views about the micro credits too. He said there are also complaints that many poor people lost everything availing micro credit loans but there are also positive scenarios that a lot of poor people changed their fate and came out of the poverty through micro credit loans.

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/03/18/64710/Allocate-4pc-of-GDP-to-safety-net-programmes

কালের কণ্ঠ

‘দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রয়েছে ক্ষুদ্রঋণের’

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হলে দারিদ্র্য বিমোচন টেকসই হবে। একই সঙ্গে সরকারের নানা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণও জরুরি।

বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিতর্ক অনুষ্ঠান ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্টে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান এই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

ড. মোস্তাফিজ আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণের বড় একটি সমস্যা হলো ঋণগ্রহীতারা কেউ কেউ একটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে গিয়ে আবার অন্য একটি সংগঠন থেকে ঋণ নিচ্ছে, যা তাদের দারিদ্র্য চক্রেই আবর্তিত রাখছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের সমস্যা দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশে এখনো দেড় কোটি লোক চরম দরিদ্র এবং তিন কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বর্তমানে জিডিপির ২.২ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় হলেও এ খাতে জিডিপির ৪ শতাংশ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, দারিদ্র্য একটি অভিশাপ। অভিযোগ রয়েছে ক্ষুদ্রঋণের জাঁতাকলে পড়ে অনেক দরিদ্র মানুষ তাদের সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে বসেছে। আবার অনেক দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্রঋণের উপকারভোগী হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্রও রয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে ছায়া সংসদে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণসহ বিতার্কিকরা

http://www.ekalerkantho.com/arc/pre_page/2017-03-19/4

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

তিন কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছে: মোস্তাফিজুর রহমান

১৮ মার্চ ২০১৭, ১৮:২২ | **আপডেট** : ১৮ মার্চ ২০১৭, ১৮:২৪ |

দেশের দেড় কোটি লোক চরম দরিদ্র এবং তিন কোটি লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের অবদান রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হলে দারিদ্য বিমোচন টেকসই হবে।

শনিবার বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি।

ড. মোস্তাফিজ বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের বড় একটি সমস্যা হলো ঋণ গ্রহীতারা কেউ কেউ একটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে গিয়ে আবার অন্য একটি সংগঠন থেকে ঋণ নিচ্ছে। যা তাদেরকে দারিদ্র চক্রেই আবর্তিত রাখছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের সমস্যা দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের অবদান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ঋদ্র ঋণ কর্মসূচির মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশে এখনো দেড় কোটি লোক চরম দরিদ্র এবং তিন কোটি লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। বর্তমানে জিডিপির ২.২ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় হলেও এই খাতে জিডিপি'র ৪ শতাংশ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্ধারণে কিছু অনিয়মের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য বাড়বে। ৫০ লাখ মানুষকে ৩০ কেজি করে চাল দেয়া কর্মসূচির ক্ষেত্রে যাদের পাওয়ার কথা তাদের কেউ কেউ অন্তর্ভুক্ত হননি আবার যাদের পাওয়ার কথা নয় তাদের অনেকেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

বিজয়ী হয়।

http://dainikamadershomoy.com/economy/70033/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8

NewsBroadcastingService

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান অপরিসীম

মার্চ ১৯, ২০১৭

সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হলে দারিদ্য বিমোচন টেকসই হবে। একইসাথে সরকারের নানা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণও জরুরী।

গতকাল শনিবার (১৮ মার্চ) বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিতর্ক অনুষ্ঠান ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্টে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

ড. মোস্তাফিজ আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণের বড় একটি সমস্যা হলো ঋণ গ্রহীতারা কেউ কেউ একটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে গিয়ে আবার অন্য একটি সংগঠন থেকে ঋণ নিচ্ছে যা তাদেরকে দারিদ্রচক্রেই আবর্তিত রাখছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের সমস্যা দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ঋদ্রঋণ কর্মসূচীর মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশে এখনো দেড় কোটি লোক চরম দরিদ্র এবং তিন কোটি লোক দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করছে। বর্তমানে জিডিপির ২.২% সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় হলেও এই খাতে জিডিপি'র ৪% বরাদ্দ করা প্রয়োজন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর উপকারভোগী নির্ধারণে কিছু অনিয়মের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তিমুলক না হলে সমাজে শ্রেনী বৈষম্য বাড়বে।

তিনি আরো বলেন, ৫০ লক্ষ মানুষকে ৩০ কেজি করে চাল দেয়া কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যাদের পাওয়ার কথা তাদের কেউ কেউ অন্তর্ভুক্ত হন নি আবার যাদের পাওয়ার কথা নয় তাদের অনেকেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সভাপতির বক্ত্যবে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, দারিদ্র একটি অভিশাপ। এর থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা নিয়ে জিও-এনজিওগুলো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও এর সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে ভিন্নমূখী বক্তব্য পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে ক্ষুদ্রঋনের যাতাঁকলে পড়ে অনেক দরিদ্র মানুষ তাদের সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে বসেছে। আবার অনেক দরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্রঋণের উপকারভোগী হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্রও রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, কর্মজিবী ল্যাকটেকটিং মাদার কর্মসূচী, প্রতিবন্ধীভাতা, টিআর, কাবিখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর উপকার ভোগী নির্ধারণে অস্বচ্ছতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এর বাস্তবায়নে বাঁধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। দেখা যায় দরিদ্র মানুষের পরিবর্তে অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা সুবিধা ভোগীর তালিকায় স্থান পাচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ে সামজিক সুরক্ষা খাতের তালিকা তৈরিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগনের প্রভাব থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ ও সাংবাদিক দৌলত আক্তার মালা। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী দলকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

https://www.bangladesh24-7.com/2017/03/19/11/50/98908

gnewsbd24

সংবাদটি প্রকাশ হয়েছেন: Sat, Mar 18th, 2017

দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে – ড. মোস্তাফিজুর রহমান

জি-নিউজবিডি২৪ডেস্ক : দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হলে দারিদ্য বিমোচন টেকসই হবে। একইসাথে সরকারের নানা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণও জরুরী। আজ বিএফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিতর্ক অনুষ্ঠান ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট-এ সিপিডি'র সস্মানিত ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান উপরোক্ত অভিমত ব্যাক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

ড. মোস্তাফিজ আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণের বড় একটি সমস্যা হলো ঋণ গ্রহীতারা কেউ কেউ একটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে গিয়ে আবার অন্য একটি সংগঠন থেকে ঋণ নিচ্ছে যা তাদেরকে দারিদ্রচক্রেই আবর্তিত রাখছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের সমস্যা দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের অবদান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ঋদ্রঋণ কর্মসূচীর মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।